আসানসোল পেল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের টাউন হল থেকে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের আউটডোর বিভাগের উদ্বোধনও করেন। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধনে আসানসোলে উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেয়ারি, মন্ত্রী মলয় ঘটক, আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক তাপস ব্যানার্জী, ডেপুটি মেয়র তাবাসুম আরা, পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুরনিগমের কমিশনার ও আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার নিখিলচন্দ্র দাস সহ একাধিক কর্তাব্যক্তিরা। এদিন পূর্ব বর্ধমানের টাউনহল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর ফিতে কেটে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করা হয়। কিছুদিন আগেই আসানসোল মহকুমা হাসপাতালকে জেলা হাসপাতালে উন্নীতকরণ করা হয়। সে সময় মাল্টি হাসপাতাল তৈরির কাজ চলছিল। বর্তমানে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভবন নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। সেখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশ বসানোর কাজ চলছে বলে জানা গেছে হাসপাতালে সূত্রে। জেলা হাসপাতালেও ইতিমধ্যে ডায়ালিসিস সহ বেশ কিছু নতুন ইউনিট চালু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা চালু করা হল। এদিন মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, আজকে আমাদের আসানসোলবাসীর জন্য আনন্দের দিন। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসানসোলবাসীর জন্য যে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল উপহার দিয়েছেন, আজ থেকে তার বহির্বিভাগ চালু হয়ে গেল। আমরা কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি আসানসোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পাবে। আজকে পেয়েছে, আনন্দের দিন। বর্তমানে আসানসোল জেলা হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আসানসোল ছাড়াও ঝাড়খণ্ড থেকেও রোগীরা এখানে চিকিৎসা করাতে আসেন বলে জানা গেছে হাসপাতাল সূত্রে। আসানসোলে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বহির্বিভাগ চালু হওয়ায় খুশি আসানসোলের মানুষ।

এএসপি বিলগ্নিকরণের প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ কেন্দ্রিয় ইস্পাত মন্ত্রকের দুর্গাপুরের এএসপি কারখানাকে বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রায়ত্ব দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সিইও ও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালো সিটু ও ইনটাকের সদস্যরা। এই কর্মসূচীতে সিটুর রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু এবং ইনটাকের রাজ্যনেতা রমন পান্ডে এসে যোগ দেন। কেন্দ্রের এই এএসপি কারখানার বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে দেশজুড়ে শ্রমিকদের নিয়ে লাগাতার আন্দোলনের কথা জানালেন শ্রমিকনেতারা। কেন্দ্রিয় ইস্পাতমন্ত্রক দুর্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ব মিশ্রইস্পাত কারখানা বা এএসপি কারখানা, সালেম এবং ভদ্রাবতী এই তিনটি কারখানাকে বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ দুর্গাপুরের জোরালোভাবেই শুরু হয়েছে। আগামী ১২-১৫ জুলাই এএসপি কারখানা পরিদর্শনে আসবার কথা ভ্যালুয়ার বোর্ডের কর্তাদের। তার আগে 'শিল্প বাঁচাও' আওয়াজ তুলে সিটু-ইনটাক যৌথ লড়াই শুরু করেছে। এএসপি কারখানার গেটে দুদিন আগে আন্দোলনের পরে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের আরও একটি রাষ্ট্রায়ত্ব দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সিইও-র দপ্তরের কর্মসূচীতে এসে যোগ দেন সিটুর রাজ্যসম্পাদক অনাদি সাহু এবং ইনটাকের রাজ্য নেতা রমন পান্ডে। কেন্দ্র ঠিকাকর্মীদের ছাঁটাই, শ্রমিক সংগঠনগুলিকে মর্যাদা না দেওয়ার প্রবণতার মত আরও বেশকিছু শ্রমিক স্বার্থযুক্ত বিষয়কে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার গুরুত্ব দিচ্ছেন না এই মর্মে বক্তারা সুর চড়া করেন। অনাদি সাহু আবেদন জানান, দল না দেখে সমস্ত শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে একসাথে শিল্পবাঁচানোর স্বার্থে লড়াই করা উচিত। বক্তারা তাদের বক্তব্যে শাসক দলের সমর্থক যারা সেই সমস্ত শ্রমিকদেরও কারখানা বাঁচানোর স্বার্থে একসাথে লড়াই করবার জন্য আহ্বান জানান।

কাঁকসায় আক্রান্ত চিত্রসাংবাদিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি দপ্তরগুলিতে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার কথা বারবার বললেও কাঁকসার বিএএআরও দপ্তরে কর্মীরা সময়মত আসেনা বলেই অভিযোগ উঠছে বহুদিন ধরেই। শুক্রবার এক চিত্রসাংবাদিক সুজিত ভট্টাচার্য সেই খবর সংগ্রহ করতে যায়। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে কর্মীদের ঢুকতে দেখে 'এতো দেরী কেন?' জিজ্ঞাসা করতেই ওই চিত্রসাংবাদিককে কাঁকসার বিএলআরও দপ্তরের দুজন কর্মী আক্রমণ করে বলে অভিযোগ ও চিত্র সাংবাদিকের। এমনকি ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাও চালানো হয় বলে অভিযোগ। ওই চিত্রসাংবাদিকদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয় বুম। ওই চিত্র সাংবাদিকের ক্যামেরাতে তোলা ছবিতে স্পষ্ট যে কাঁকসার বিএলআরও সিদ্ধার্থ মজুমদার নিজেও নির্দিষ্ট সময়ের থেকে অনেক দেরিতে কার্যালয়ে ঢুকছেন। কর্মসংস্কৃতি যে লাটে উঠেছে কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে তা কিন্তু বহু মানুষ অভিযোগ করে বলছেন। আক্রান্ত চিত্র সাংবাদিক সুজিত ভট্টাচার্য ঘটনাপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কাঁকসার বিএলআরও অফিসের কর্মীরা দেরিতে আসার খুব সংগ্রহ করতে গিয়ে দুজন কর্মী হঠাৎ আমায় আক্রমণ করে। আমি একা ছিলাম। আমার ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। আমার হাতে থাকা বুম কেড়ে নিয়েছিল। অন্যদিকে কাঁকসার বিএলআরও সিদ্ধার্থ মজুমদার দাবি করে বলেন, ওই চিত্রসাংবাদিক মারামারি করে আমাদের কর্মীরা আহত। আর কেউ দেরিতে আসেনি। কিন্তু বিএলআরও সাহেব জানেন না যে তার যে ছবি ক্যামেরাতে ধরা পড়েছে তাতে যখন ঢুকছেন তখন ঘড়িতে ১০.৩৯ মিনিট। কাঁকসার বিডিও অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, আমি বিষয়টি শুনেছি। আমি কাঁকসার আইসিকে জানিয়েছি। দেরিতে আসার অভিযোগ নিয়ে আমি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। বিষয়টি নিয়ে দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক শঙ্খ সাঁতরা বলেন, আমায় বলা হয়েছিল যে সাংবাদিকরা মারপিট করেছে কিন্তু শুনলাম একজন চিত্র সাংবাদিক ছিলেন। আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কাঁকসার কর্মসংস্কৃতিকে দূরে সরিয়ে রেখে বিএলআরও দপ্তরে যেভাবে দেরিতে আসার প্রতিযোগিতা কর্মীদের মধ্যে চলছে তাতে বিরক্ত আমজনতা।

কালনায় শিশুকন্যাকে খুন করে শ্রীঘরে মা, আটক আরও ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ অবৈধ সম্পর্কের জেরে মায়ের হাতে নিজের শিশুকন্যা খুন। মা ওই শিশুকন্যাকে গলা টিপে খুন করার ঘটনায় বৃহস্পতিবার কালনা শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই ঘটনার জেরে পুলিশ মা রুমা সাঁতরাকে গ্রেপ্তার সহ আরও দুইজনকে আটক করেছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ প্রতিবেশীরা প্রদীপ দত্তের ভাড়াবাড়ি থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। এর কিছুক্ষণ পরেই মা রুমা সাঁতরা নামে ওই মহিলার স্বামী একবছর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান। এরপরেই নদীয়ার বাসিন্দা পিন্টু সর্দারের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়। এই কারণেই প্রায় ২০ দিন আগে কালনার নিউ মধুবন এলাকায় প্রদীপ দত্তের বাড়িতে ওই মহিলা ঘর ভাড়া নেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কারণ ঘরভাড়া নেওয়ার পরই ওই বাড়িতে পিন্টুর অবাধ যাতায়াত ছিল বলেই দাবি স্থানীয়দের। ওই মহিলার ১০ বছরের একটি পুত্রসন্তান সহ ৭ ও ৪ বছরের দুটি কন্যাসন্তানও রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে তার বাপের বাড়ির লোকেরা আসে ছোড়া-তে ইসিএল-এর হাসপাতালে। তারা দেখে যে প্রিয়াঙ্কার মৃতদেহ বাপের বাড়ির লোকদের সাথে বচসা করে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে মৃতার স্বামী-শ্বশুর। আহত হয় প্রিয়াঙ্কার ভাই সহ কয়েকজন বলেও অভিযোগ। প্রিয়াঙ্কার জামাইবাবু সন্দীপ ব্যানার্জীর অভিযোগ, 'আমার শ্যালিকাকে বিয়ের পর থেকেই এরা নির্যাতন করত। সবসময় বাপের বাড়ির থেকে টাকা আনবার চাপ দিত। এমাসেই প্রিয়াঙ্কার ছ'মাসের কন্যাসন্তানের অন্নপ্রাশন আর তাই তার স্বামী-শ্বশুর তাকে টাকা আনবার জন্য চাপ দিচ্ছিল। প্রিয়াঙ্কা তাতে রাজি না হওয়ায় তাকে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে বলে বলেন সন্দীপবাবু। 'প্রিয়াঙ্কার স্বামী সনৎ মুখার্জী ইসিএল-এর একজন কর্মী। তার এরকম আচরণে সন্তিত অনেকেই। ছোড়া হাসপাতালের সামনে তৈরি হওয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামাল দিতে অন্ডাল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ প্রিয়াঙ্কার স্বামী সনৎ মুখার্জী এবং শ্বশুর উত্তম মুখার্জীকে আটক করে অন্ডাল থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

অন্ডালে গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ ঃ গ্রেপ্তার স্বামী ও শ্বশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ অন্ডালে এক গৃহবধূর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। অভিযোগ অতিরিক্ত পনের দাবিতে ওই গৃহবধূর গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে। অন্ডাল থানার পুলিশ মৃতার স্বামী ও শ্বশুরকে আটক করছে। হাসপাতালের সামনে মৃতার পরিবারের সাথে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে কয়েকজন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় ছুটে যায় অন্ডাল থানার পুলিশ। বছর দেড়েক আগে অন্ডাল থানা এলাকার ছোড়া গ্রামের বাসিন্দা সনৎ মুখার্জীর সাথে জামুড়িয়া থানা এলাকারর কেন্দার বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা মুখার্জীর বিয়ে হয়। তাদের একটি ছ'মাসের কন্যাসন্তান রয়েছে। অভিযোগ যে প্রিয়াঙ্কা মুখার্জীর (২২ বছর) মৃত্যুর খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে তার বাপের বাড়ির লোকেরা আসে ছোড়া-তে ইসিএল-এর হাসপাতালে। তারা দেখে যে প্রিয়াঙ্কার মৃতদেহ বাপের বাড়ির লোকদের সাথে বচসা করে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে মৃতার স্বামী-শ্বশুর। আহত হয় প্রিয়াঙ্কার ভাই সহ কয়েকজন বলেও অভিযোগ। প্রিয়াঙ্কার জামাইবাবু সন্দীপ ব্যানার্জীর অভিযোগ, 'আমার শ্যালিকাকে বিয়ের পর থেকেই এরা নির্যাতন করত। সবসময় বাপের বাড়ির থেকে টাকা আনবার চাপ দিত। এমাসেই প্রিয়াঙ্কার ছ'মাসের কন্যাসন্তানের অন্নপ্রাশন আর তাই তার স্বামী-শ্বশুর তাকে টাকা আনবার জন্য চাপ দিচ্ছিল। প্রিয়াঙ্কা তাতে রাজি না হওয়ায় তাকে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে বলে বলেন সন্দীপবাবু। 'প্রিয়াঙ্কার স্বামী সনৎ মুখার্জী ইসিএল-এর একজন কর্মী। তার এরকম আচরণে সন্তিত অনেকেই। ছোড়া হাসপাতালের সামনে তৈরি হওয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামাল দিতে অন্ডাল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ প্রিয়াঙ্কার স্বামী সনৎ মুখার্জী এবং শ্বশুর উত্তম মুখার্জীকে আটক করে অন্ডাল থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

জাতীয় সড়ক অবরোধ ঃ বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ শুক্রবার সকালে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল আদিবাসী কোড়া সমাজকল্যাণ সংগঠন। সিএনটি ও এসপিটি অ্যাক্ট সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ২ নম্বর জাতীয় সড়কে কালিপাহাড়ী মোড়ের অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল। আদিবাসী সংগঠনের সকাল থেকে এর বিরোধিতা করা হয়। ঝাড়খণ্ড সরকারের এই বিল নিয়ে প্রতিবাদস্বরূপ প্রায় ৩০ মিনিট ধরে অবরোধ চলে শুক্রবার। ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কের একটি লেন অবরোধ হয়ে পড়ে। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে একাধিক গাড়ি। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ এসে স্বাভাবিক করে। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে বৈদ্যনাথ সরেন বলেন, ঝাড়খণ্ড সরকার আদিবাসীদের জমি সংক্রান্ত রক্ষাকবচ সিএনটি বিল ও এসপিটি বিল যেটা এতদিন ধরে বলবৎ ছিল সেটা সংশোধনী বিল বিধানসভায় পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়ে ছিল। রাজ্যপাল সেটা ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে আজকে আমরা অবরোধ করলাম। প্রায় ৩০ মিনিট অবরোধ চলার পরে পুলিশ হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়।

পরের জন্য দেনা করে আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ ভাতারে দেনার দায়ে আত্মঘাতী হলেন এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। নাসিংগ্রামের নেড়ামাতলায় কালাচাঁদ ভট্টাচার্য (৭২) নামে ওই বৃদ্ধের হাতের শিরাকাটা অবস্থায় দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। শিরাকাটার আগে তিনি বিষ পান করেছিলেন বলে জানা গেছে। পুলিশ মৃতদেহের পাশ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। ওই নোটে তিনি দেনার কথা উল্লেখ করে গেছেন বলে জানা গেছে। কালাচাঁদবাবুর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নাসিংগ্রামের নেড়ামতলায় কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য মৎস্যদপ্তরে চাকরি করতেন। তিনি প্রায় ১১ বছর আগে চাকরি থেকে অবসর নেন। তাঁর বাড়িতে আছেন স্ত্রী মায়ারাণী ভট্টাচার্য। কালাচাঁদবাবু নিঃসন্তান ছিলেন। স্বভাবে মিশুকে ও পরোপকারী এই মানুষটি মানুষের বিপদে আপদে নিজের উপার্জিত অর্থ অকাতরে দান করে গেছেন। তাঁর এই পরোপকারের নেশার ফলেই তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন বলে জানান স্থানীয়রা। তাঁর স্ত্রী মায়ারাণী বলেন, সমাজসেবা করতে গিয়ে আমার স্বামী সমস্ত সঞ্চিত অর্থ শেষ করে ফেলেন। পেনশনের টাকায় বহু কষ্টে সংসার চলত। স্থানীয় সূত্রের খবর, নিজের ঘরে ঢুকে কালাচাঁদবাবু দরজা বন্ধ করে দেন। বহু ডাকাডাকি করেও কোন উত্তর না পেয়ে স্থানীয়রা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ দেখতে পায়। মুখের মধ্যে বিষের গন্ধও ছিল। তাঁরা কালাচাঁদবাবুকে ভাতার গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সালানপুরে বেসরকারি স্টিল কারখানায় দুর্ঘটনা ঃ আহত ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আসানসোলের সালানপুর থানার কুরকেটিয়াতে একটি বেসরকারি স্টিল কারখানায় দুর্ঘটনায় আহত হয় চারজন শ্রমিক। তাদের আসানসোলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। কারখানা সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার যখন কারখানার কাজ চলছিল সে সময় হঠাৎ করে দুর্ঘটনা ঘটে। আহত হয় চারজন শ্রমিক। তাদেরকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় আসানসোলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। তাদের মধ্যে একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বলে জানা গেছে কারখানাসূত্রে। বাকি তিনজনের চোট তুলনামূলকভাবে কম লেগেছে। স্টিল কারখানার হঠাৎ দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে কারখানার কর্তৃপক্ষ চলে আসে। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

পানাগড় বাইপাশে আবার দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ পানাগড় বাইপাশে আবার দুর্ঘটনার শিকার হল ট্যাঙ্কার এবং কনটেনার। এই দুর্ঘটনায় আহত হয় চারজন। তাদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। দুর্ঘটনার পর ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

এইসময় কলকাতাগামী ভলভো বাসের চালক লেন ভেঙে ঢুকে পড়ে অন্য লেনে। পুলিশ ভলভো বাসটিকে আটক করে ৪৫০০ টাকা জরিমানা করে বলে বুদবুদ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। আজ দুপুরে পানাগড় রেলওভার ব্রিজে ওঠার সময় বর্ধমান মুখী ট্যাঙ্কারকে পানাগড়মুখী একটি কনটেনার তীব্র গতিতে ধাক্কা মারে। আহত হয় দুই গাড়ির চালক ও খালাসি। আহত চারজনকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ডাবল লেন থেকে সিঙ্গেল লেনে ঢোকার সময় চালকেরা নিয়ম মেনে গতি নিয়ন্ত্রণ না করায় দুর্ঘটনা ঘটছে বারবার। দুর্ঘটনার পর ২ নং জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণের জন্য যানজটের সৃষ্টি হয়। বুদবুদ পুলিশ যান নিয়ন্ত্রণের সময় দেখতে পায় একটি ভলভো বাস লেন ভেঙ্গে দ্রুত গতিতে আসছে। পুলিশ ভলভো বাসটিকে আটকে ৪৫০০ টাকা জরিমানা করে।

গলসিতে পুকুর ভরাটের অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ দুটি পুকুর আর দুটি ডোবা ভরাট করার অভিযোগ উঠলো গলসি ১ নং ব্লকের পারাজ পঞ্চায়েতের নুরকোণা গ্রামে। পুকুর ভরাটের অভিযোগ তুললেন শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য। পুকুর ভরাটের অভিযোগ যার বিরুদ্ধে তার দাবি তার একার পুকুর নয় তিনি ভরাট করেননি। ভরাট পুকুর অবৈধভাবে বিলিয়ে দেওয়ার বাধা দেওয়াতে তার নামে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। গলসি ১ নং ব্লকের বিডিও বলেন, বি এল আর ও কে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পারাজ পঞ্চায়েতের নুরকোণা গ্রামে দুটি পুকুর এবং দুটি ডোবা (ছোট পুকুর) ভরাট করে দেওয়া হয়েছে। পারাজ পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য তথা নুরকোণা গ্রামের বাসিন্দা দিনু বাগদী বলেন, এই পুকুর ও ডোবা সেচের কাজে ব্যবহৃত হতো। দুটি পুকুর এবং দুটি ডোবা ভরাট করে দেওয়ায় এলাকার চাষিরা সেচের জন্য সমস্যায় পড়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রায় একবছর আগে তারা অভিযোগ জানান, গলসি ১ নং ব্লকের বিডিওকে। কিন্তু কোন ফল হয়। এই বছরের চলতি মাসে পুনরায় গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে গলসি ১ নং ব্লকের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয় ভরাট করা পুকুরগুলি খনন করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক। নুরকোণা গ্রামের কৃষকদের অভিযোগ প্রশাসনের চোখের সামনে চারটি পুকুর এবং ডোবা ভরাট করা হল অথচ প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরেও ব্লকপ্রশাসনের এবং ভূমি সংস্কার দপ্তরের গাফিলতির জেরে পুকুর এবং ডোবা ভরাট বন্ধ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসী এবং তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য দিনু বাগদী পুকুর ভরাটের অভিযোগ তুললেন রঞ্জিত ঘোষের বিরুদ্ধে।

লিখিত অভিযোগে গ্রামবাসীরা জানায়, রঞ্জিত ঘোষ পুকুর ভরাট করেছেন। রঞ্জিত ঘোষ অবশ্য সাফ জানাচ্ছেন তিনি পুকুর ভরাট করেননি তার নামে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। রঞ্জিত ঘোষের দাবি পুকুর তার একার নয় কমপক্ষে কুড়িজন মালিকানার শরিক তাই পুকুর ভরাটের অভিযোগ তার একার বিরুদ্ধে আনার পিছনে অন্য কারণ রয়েছে। রঞ্জিত ঘোষ দাবি করেন পুকুর ভরাট করা হচ্ছে প্রায় ১৯৭২ সাল থেকে এবং তিনি পুকুর ভরাট করেন নি। রঞ্জিত ঘোষ পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেছেন, ভরাট হওয়া জমি অবৈধভাবে বিলি বন্টন করা হচ্ছিল তার প্রতিবাদ করাতেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। গলসি ১ নং ব্লক প্রশাসনের কাছে একবছর ধরে অভিযোগ পড়ে থাকলেও প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। গলসি ১ নং বিডিও তারকনাথ দাস বলেন, তিনি বিএলএলআরও-কে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

সার্কাসে পশু নিয়ে সরব আট থেকে আশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ দুর্গাপুরের গান্ধীমোড়ে ফি বছরের মতো এই বছরও বসেছে সার্কাস। এসেছে নানা পশুপাখী। হাতি, জলহস্তি, ম্যাকাও থেকে কত কি। কিন্তু আদৌ কি এসব পশুপাখির খেলা দেখাতে পারবে সার্কাস? প্রশ্নটা আট থেকে আশির। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ যা রয়েছে তাতে হতাশ হতে হচ্ছে দুর্গাপুরের শিশু কিশোরদের। মহামান্য আদালতের নির্দেশ রয়েছে দেশীয় পশুদের সার্কাসে খেলা দেখানো নিষিদ্ধ। বিদেশী পশুপাখিদের খেলা দেখানো যেতে পারে কিন্তু তার জন্য বনাধিকারিকের অনুমতি লাগবে আর লাগবে লাইসেন্স। ১৯৭২ সালে ইন্দিরা গান্ধী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। ২০০২ সালে দেশের সর্বোচ্চ আদালত আইন সংশোধন করে নতুন আইন প্রণয়ন করেন। সেই আইন বলে ভারতীয় বংশোদ্ভুত কোন পশুপাখিকে সার্কাসের খেলায় ব্যবহার করা যাবে না। দুর্গাপুর ডিএফও মিলনকুমার মন্ডল বলেন, সার্কাস সংস্থার কাছে হাতি রাখার লাইসেন্স আছে কিনা তা দেখা হবে। দেখানোর কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বিদেশী পশুপাখিদের ক্ষেত্রে ওনারশিপ সংশোপত্র করে রাজ্য মুখ্য বনাধিকারিকের কাছে অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। হাতি রাখার লাইসেন্স থাকতে হবে। লাইসেন্স না থাকলে বনবিভাগ হাতি বাজেয়াপ্ত করে নেবে। ২০১৬ সালে বনদপ্তর অন্ডালের একটি সার্কাস থেকে সাবিত্রী নামে এক হাতিকে উদ্ধার করে জলদাপাড়ায় পাঠিয়েছিল। দুর্গাপুর ডিএফও মিলনকুমার মন্ডল বলেন, সার্কাস সংস্থার কাছে হাতি রাখার লাইসেন্স আছে কিনা তা দেখা হবে। সার্কাসে হাতির খেলা দেখা প্রায় অসম্ভব, যদি না আইন ভেঙে দেখানো হয়।